C88

How to Earn Lifelong Penalty Without Any Fault

কোনো দোষ না করেই কীভাবে আজীবন শাস্তি পাওয়া যায়

ডা. মোহন সেই ১৯৮৭ সালের সেই দিনটির স্মৃতিচারণ করছিলেন, যেদিন তাঁকে আইএমএক্স-এর IMX (ভারত সরকারের একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান) অধ্যাপক করা হয়েছিল। তিনি ভাবছিলেন, ইতিহাসের কি আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে? তাঁর কাছে এমনটাই মনে হতো যে, কেবল তখনই তিনি কোনো পুরস্কার পান, যখন ভারত সরকার বেতন কাঠামো সংশোধন করে। তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাতে, নিজের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আজীবন শাস্তির বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়েছে। যদি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের ধারণাটি সঠিক হয়ে থাকে, তবে এর আর্থিক প্রভাব তাঁর ওপর কতটা হবে?

Background of the Case

ঘটনার প্রেক্ষাপট

যে ঘটনাটি তাঁর মনে এই ভয়টা ধরিয়েছিল, তা হলো তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পাঠানো তাঁরই ইমেলের উত্তর, যেটা তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁর পেনশন সংশোধন এবং বকেয়া টাকা মেটাতে কেন দেরি হচ্ছে, তা জানার জন্য *(সংযোজনী ১, শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন)*।

ডিরেক্টরের কাছ থেকে ইমেলটি পাওয়ার পর, তিনি একজন অধ্যাপক সহকর্মীর সহায়তায় কিছু তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু করেন। ওই সহকর্মী বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেও, অন্য একজন সহকর্মীর (যাকে ডঃ মোহন চিনতেন) যোগাযোগের নম্বর তাঁকে দেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথনটি (পত্রালাপ) হয়েছিল।

....

২.৮.২০১৮

প্রিয় অধ্যাপক অশোক

অবসর গ্রহণের সময় আমার বেতন ছিল ৭৬,৩৪০ টাকা (৫৩,০০০–৬৭,০০০ বেতনক্রমে) এবং গ্রেড পে ছিল ১০,৫০০ টাকা। পেনশনের ৪০ শতাংশ 'কম্যুট' (এককালীন রূপান্তর) করা হয়েছিল। সুতরাং, অবসর গ্রহণের সময় আমার পেনশনের পরিমাণ ছিল ৭৬,৩৪০ × ০.৫% × ০.৬% অর্থাৎ ২২,৯০২ টাকা।

৭ম বেতন কমিশনের (7th CPC) অধীনে বেতন সংশোধনের পর আমার পেনশনের পরিমাণ কত হবে?

মোহন

০২.০৮.২০১৮

প্রিয় অধ্যাপক মোহন,

আপনার বেতন ২,০১,৬০০ টাকা (মাসিক) হিসেবে নির্ধারিত হবে। পেনশন হবে ১,০০,৮০০ টাকা (মাসিক)। ১৫,২৬৮ টাকার 'কমিউটেশন' (pension commutation) বাদ দেওয়ার পর, আপনার পেনশনের পরিমাণ দাঁড়াবে মাসিক ৮৫,৫৩২ টাকা। এছাড়া আপনি আনুমানিক ৭,০৫৬ টাকা মহার্ঘ ভাতাও (DA) পাবেন।

অশোক

.....

'হে ঈশ্বর! মাত্র একটি ইমেল–আর তাতেই আমার পেনশন বেড়ে গেল মাসে ১০০০ টাকা!' অধ্যাপক মোহন বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন।

এরপর তিনি ভাবলেন, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তাঁর বেতন নির্ধারণের বিষয়টি অধ্যাপক অশোকের সাথে আরেকবার যাচাই করে নেবেন।

.....

প্রিয় অধ্যাপক অশোক,

আমি ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাস থেকে আইএমএক্স–এ (IMX) অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলাম এবং ৩০.০৬.২০১১ তারিখে আমি সেখান থেকে অবসর নিই।

আমার বেতন কাঠামো নীচে দেওয়া হলো:

১.৭.২০০০ ২২,৪০০
১.৭.২০০২ ২২,৯০০

২৬.০২.২০০৪ তারিখে 'ফরেন সার্ভিস রুলস' (Foreign Service Rules)-এর আওতায় ডিরেক্টর করে আমাকে IMP–আইএমপি–তে (যা হলো ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরেকটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান) ডেপুটেশনে (secondment) পাঠানো হয়। সেখানে আমার ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করার পর ০২.০৩.২০০৯ তারিখে আমি পুনরায় আইএমএক্স–এ (IMX) যোগদান করি। আইএমপি নিয়মিতভাবে আমার পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF)-এর চাঁদা ইত্যাদি আইএমএক্স–এ জমা দিত।

০৩.০২.২০০৯ তারিখে 'অধ্যাপক গ্রেড' (PB 4, GP 10,500)–এ আমার বেতন কত হওয়া উচিত ছিল এবং ৩০.০৬.২০১১ তারিখে (যে দিন আমি অবসর গ্রহণ করি) আমার চূড়ান্ত বেতন (terminal pay) কত হওয়া উচিত ছিল?

মোহন

প্রিয় অধ্যাপক মোহন,

আপনার বিষয়টি ঠিক আমার বেতনের পরিস্থিতির মতোই বলে মনে হচ্ছে। আমিও ২০০০ সালের ১লা জুলাইতে ২২,৪০০ টাকা বেতন পেতাম।

আপনার বেতন কাঠামোটি নিম্নরূপ হওয়া উচিত:

০২.০৩.২০০৯ ৭৩,৪২০
০১.০৭.২০০৯ ৭৫,৬৩০
০১.০৭.২০১০ ৭৬,৩৪০
৩০.০৬.২০১১ ৭৬,৩৪০

অশোক

.....

প্রিয় অধ্যাপক অশোক,

কী অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার, ডাক্তার সাহেব! তবে এর মধ্যে একটি বেশ মজাদার মোচড়ও রয়েছে।

আমি ১৯৮৬ সালের ২রা জানুয়ারি ১৮০০ টাকা মূল বেতনে 'সহযোগী অধ্যাপক' (Associate Professor) হয়ে আইএমএক্স-এ (IMX) যোগদান করি। এরপর ১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি আমার বেতনের সাথে ১০০ টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়, যার ফলে আমার মূল বেতন বেড়ে ১৯০০ টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে, অধ্যাপক পদের জন্য আবেদনকারী চারজনের মধ্যে থেকে আমাকে 'পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক' (Full Professor) হিসাবে নির্বাচন ও নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমার মূল বেতন আবারও সেই ১৯০০ টাকাই রয়ে গেল। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমার বেতনের স্লিপ (payslip) হাতে পেয়ে দেখলাম, আমার মূল বেতন তখনও সেই ১৯০০ টাকাই রয়ে গেছে। আমি হিসাব বিভাগের ব্যবস্থাপকের (Manager Accounts) কাছে জানতে চাইলাম আমার ইনক্রিমেন্ট কেন মূল বেতনের সাথে যোগ করা হয়নি? তিনি উত্তরে বললেন, "যেহেতু আগস্ট মাস থেকে আপনার পদোন্নতি ঘটিয়ে অধ্যাপক পদে উন্নীত করা হয়েছে, তাই আপনার ইনক্রিমেন্টও কেবল আগস্ট মাসেই কার্যকর হবে।" এর ফলে, আমি এমন একজন সহযোগী অধ্যাপকের চেয়েও কম বেতন পেতে শুরু করলাম –যার মূল বেতন আমার সমানই ছিল (কিন্তু যাকে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক পদে পদোন্নতির যোগ্য মনে করা হয়নি। তিনি জানুয়ারি মাসে তাঁর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট পেয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর মূল বেতন বেড়ে ২০০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমি যখন 'পরিচালনা পর্ষদ'-এর (Board of Governors) কাছে এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানালাম, তখন আমার মূল বেতন বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হলো; কিন্তু ইনক্রিমেন্ট কার্যকর হওয়ার তারিখটি সেই ১লা আগস্টই বহাল রাখা হলো। এভাবে আমি আমার প্রাপ্য এক পূর্ণ বছরের ইনক্রিমেন্টও পেলাম না।

১৯৯০ সালে, চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার পর, বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একজন অধ্যাপক,যিনি আগে আমার চেয়ে তিনটি ইনক্রিমেন্ট কম পাচ্ছিলেন, তাঁর বেতন এমনভাবে নির্ধারণ করা হলো যে, তিনি এখন আমার থেকে দু'টি ইনক্রিমেন্ট বেশি পেতে শুরু করলেন। আমি বেতন পুনর্নির্ধারণের সময় অনুরোধ করেছিলাম যে, এই অসংগতি বা ত্রুটিটি সংশোধনের জন্য যেন বিষয়টি 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়'-এর (MHRD) কাছে পাঠানো হয়; কিন্তু ডিরেক্টর তা করতে রাজি হলেন না। ঠিক সেই সময়েই তিনি গ্রন্থাগারিককে (Librarian) 'সহযোগী অধ্যাপক'-এর সমতুল্য বেতন স্কেল দিলেন, যদিও MHRD-এর নিয়ম অনুযায়ী গ্রন্থাগারিকের জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্কেলে বেতন নির্ধারিত ছিল। এমনকি হিসাব ও অর্থ বিভাগের ব্যবস্থাপক (Manager, F & A) এ বিষয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও ডিরেক্টর তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

পরে যতবারই বেতন পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতিবারই ইনক্রিমেন্ট কার্যকর হওয়ার তারিখ ১লা জানুয়ারি এবং ১লা জুলাই এই দুটি তারিখকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, আমার সর্বশেষ ইনক্রিমেন্টটি কার্যকর হয়েছিল ২০১০ সালের ১লা জুলাই। যেহেতু ইনক্রিমেন্ট কার্যকর হওয়ার মূল তারিখটি সবসময়ই ১লা জানুয়ারি হিসেবে ধরা হতো, তাই ইনক্রিমেন্টগুলো 'গুচ্ছাকারে বা একসাথে জমা হয়ে যাওয়ার' (bunching of increments) কারণে, প্রতিবারই আমার বেতন এমনভাবে নির্ধারণ করা হতো, যাতে আমি আমার প্রাপ্যর চেয়ে একটি ইনক্রিমেন্ট কম পেতাম। সুতরাং, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের ভিত্তিতে সংশোধনের ক্ষেত্রে আমার ইনক্রিমেন্ট বা বেতন বৃদ্ধির তারিখ যদি ১লা জানুয়ারি হতো, তবে আমি ২টি ইনক্রিমেন্টের পরিবর্তে ৩টি 'স্ট্যাগনেশন ইনক্রিমেন্ট' (stagnation increments) পেতাম। এর ফলে আমার মূল বেতন (Basic Pay) ৬৫,০২০ টাকার পরিবর্তে ৬৬,৬৮০ টাকা হতো এবং ৭৯,০০০ টাকা মাসিক মূল বেতনে অবসর গ্রহণ করতাম। এই বেতনের ভিত্তিতেই আমার পেনশন ঠিক করা হতো। যেভাবেই হোক, ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে আমি একটি ইনক্রিমেন্ট পেতাম এবং ২০১১ সালের ৩০শে জুন ৭৯,০০০ টাকা মূল বেতনে অবসর নিতাম। স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছাতে আমি মাত্র ১ দিনের জন্য ব্যর্থ হয়েছিলাম।

২০১০ সালে (যখন HAG স্কেল চালু করা হয়) একটি আশা ছিল যে, আমি ৭৯,০০০ টাকা মূল বেতন পাবো। কিন্তু আমার ইনস্টিটিউট ২০১২ সালের অক্টোবর মাস থেকে (সরকারের প্রজ্ঞাপন জারির ৩ বছরেরও বেশি সময় পর) এটি কার্যকর করে। এর কারণ হিসেবে 'কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটি' জানায় যে, যেহেতু কমিটির কাছে বোর্ড বা MHRD-এর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা ছিল না (আপনি কি এমন নির্লজ্জ মিথ্যা বিশ্বাস করতে পারেন?), তাই তারা সুপারিশ করেন যে, বোর্ড যেদিন এই প্রতিবেদনটি অনুমোদন করবে, সেদিন থেকেই এটি কার্যকর করা হোক। প্রতিবেদনটি ২০১২ সালের মে মাসে গৃহীত হয় এবং জুন মাসে চেয়ারম্যানের অনুমতি সাপেক্ষে বোর্ডের অনুমোদনের জন্য 'অন্যান্য বিষয়াবলির' (any other item) অন্তর্ভুক্ত করে পেশ করা হয়। এটি অনুমোদিত হলেও কার্যকর করা হয় ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে (বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী বা 'মিনিটস' অনুমোদিত হওয়ার পর)।

যেহেতু আমি ২০১১ সালের ৩০শে জুন অবসর নিয়েছিলাম, তাই কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আমার নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং বোর্ডের সামনেও আমার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়নি। জ্যেষ্ঠতার তালিকায় থাকা আমার সহকর্মী সকল অধ্যাপকই (আমি ছাড়া, যিনি ২০১১ সালের জানুয়ারিতেই প্রথম অধ্যাপক হিসেবে ২৫ বছরের চাকরি পূর্ণ করেছিলেন) HAG স্কেল সুবিধাটি

পেয়েছিলেন; কারণ তাঁদের সবার যোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মানদণ্ডগুলো বেশ শিথিল রাখা হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'পূর্ণ অধ্যাপক' (Full Professor) হিসেবে চাকরির পুরো সময়কাল বিবেচনা না করে, শুধুমাত্র ২০০৬ থেকে ২০১২ সালের মধ্যবর্তী ৬ বছরের কর্মদক্ষতাকেই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। কর্মদক্ষতার ওপর সরকারের দেওয়া গুরুত্বকে উপেক্ষা করে বোর্ড এমন একটি বিষয়ও অনুমোদন করেছিল যে, কোনো অধ্যাপক যদি 'পূর্ণ অধ্যাপক' হিসেবে ৬ বছরের চাকরি পূর্ণ করেন, তবে কর্মদক্ষতা যেমনই হোক না কেন, তাঁর অবসর গ্রহণের কয়েক মাস আগেই তাঁকে HAG স্কেল দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে, আমি এমন সব ব্যক্তির চেয়ে কম পেনশন পাচ্ছি, যারা আমার চেয়ে ১০ বছরের জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও ২০১২ সালে উচ্চতর 'HAG' পদমর্যাদা পেয়েছিলেন।

সুতরাং, ১৯৮৭ সালে যখন আমি অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হলাম, সেই সময় থেকে শুরু করে আমার অবসরকাল এবং এমনকি অবসরের পরেও, নিজের কোনো দোষ ছাড়াই আমি এক 'ইনক্রিমেন্ট' বা বেতন-বৃদ্ধির সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অন্যদের অনেক আগেই, কেবল নিজের কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে এবং একটি উন্মুক্ত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধ্যাপক পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হয়ে যদি আমিও অন্যদের মতোই সাধারণ অবস্থানে থাকতাম, তবে কি আমার অবস্থা আরও ভালো হতো না? অধ্যাপক অশোক, আপনার কি মনে হয় না যে, ভারতের উচ্চশিক্ষা স্তরের ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করতে হলে একজন ব্যক্তিকে চতুর্থ শ্রেণীর 'বোকা' (4th Idiot) হতে হয়?

মোহন

....

প্রশ্ন ১: ডিরেক্টরের ধারণাটি যদি সঠিক হয়ে থাকে *(সংযোজনী ২ দেখুন)*, তবে ডঃ মোহনের উপর এর প্রভাব কী হবে?

প্রশ্ন ২: আপনি যদি ডঃ মোহনের জায়গায় থাকতেন, তবে আপনি কী করতেন? তাঁর সামনে কী কী বিকল্প খোলা আছে?